চরিতনাটক বা জীবনীনাটক

আধুনিক কালে চরিতনাটক বা জীবনীনাটকও কিছু কিছু লিখিত হচ্ছে। চরিত নাটকে সাধারণতঃ সমাজের কোনো একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবনীকে আশ্রয় করে তাকে বস্তুতান্ত্রিক পথে যতদূর সম্ভব অলৌকিকতাকে বর্জন করে রূপ দেওয়া হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ইতিহাস প্রসিদ্ধ বা পুরাণপ্রসিদ্ধ তাঁর জীবনকে যদি অলৌকিকতামুক্ত বস্তুতান্ত্রিক পথে উপস্থাপনের প্রয়াস হয়, তাহলেও তাকে চরিত নাটক বলা উচিত। চরিতনাটকে একজন ব্যক্তির জীবনের নানা ঘটনা উপস্থাপিত হয় এবং এ সকলের মধ্য দিয়ে নানা ব্যক্তিত্বময় ব্যক্তিটিকে অঙ্কিত করার চেষ্টা হয়।

১. বিংশ শতকের সাতের দশক পর্যন্ত কালেও একাঙ্ক নাটিকা রচনায় যাঁরা নিযুক্ত আছেন তাঁদের সকলের পরিচয় এবং নাটকের এই বিশেষ রূপকল্পটি সম্পর্কে সূক্ষ্ম-গভীর আলোচনা করেছেন বন্ধুবর অধ্যাপক ডঃ সনাতন গোস্বামী তাঁর "বাংলা একাঙ্ক নাটক: রূপ ও রূপকার" গ্রন্থে।

একখানি বাংলা জীবনী নাটক:

সূত্রাকারে জীবনী-নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে আমরা একখানি বাংলা নাটক বিশ্লেষণ করতে পারি দৃষ্টান্ত হিসেবে।

১. প্রথমেই বলা চলে কোনো মহৎ ব্যক্তির জীবনের বহু-বিচিত্র ঘটনা অবলম্বনে রচিত যে-নাটক তাই জীবনী নাটক। কিন্তু বহু-বিচিত্র ঘটনাগুলির মধ্যে ঘটনা-

ঐক্য না থাকারই কথা। তাই সেই ব্যক্তির জীবনের সেই সমস্ত ঘটনাগুলি গ্রহণ করা উচিত যাতে তাদের মধ্যে মোটামুটি একটা ঐক্য থাকে।

২. মহৎ-ব্যক্তির জীবনের অজস্র ঘটনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনাটিকে অবলম্বন করে এবং তার মধ্যে তাঁর জীবনের মূল আদর্শ ধরা পড়লে সে-ঘটনাশ্রয়ী নাটকও জীবনী নাটক হবে।

৩. জীবনী নাটকে মহৎ ব্যক্তির জীবনের সামগ্রিক ইতিবৃত্ত থাকবে না। মহান ব্যক্তির জীবনের একটি বৃহৎ ও মহৎ স্বপ্ন বা উদ্দেশ্য থাকে। নাট্যকারকে সেই উদ্দেশ্যটি অনুসন্ধান করে বের করতে হবে এবং তাকেই জীবনের নানাবিধ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নানা দৃশ্যে বিন্যস্ত করে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে হবে। আর সব কিছুই এখানে দৃশ্যে দৃশ্যে সজ্জিত করতে হবে শিল্পসম্মত পথে।

৪. মহান ব্যক্তিটি যেহেতু পার্থিব জগতের মানুষ, তাই তাঁকে কেন্দ্র করে রচিত নাটকে অবাস্তব বা অলৌকিক কোনো ব্যাপার কিংবা নাট্যকারের কল্পিত কোনো ঘটনা স্থান পাবে না। বস্তুতান্ত্রিক পথেই গৃহীত জীবনকে অঙ্কিত করতে হবে।

৫. জীবনী-নাটক লেখককে নাটকে নায়ক-ঐক্য রক্ষা করতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনে বহু বিচিত্র ঘটনাকে একটি মূল ভাবকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আর এই মূল ভাবকেন্দ্রটিই তো তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য।

একটি মানুষ তাঁর দীর্ঘ জীবনের পড়াশোনা, বিদ্যালয়-স্থাপন, চিকিৎসালয় স্থাপন, দরিদ্রসেবা, সমাজকল্যাণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রভৃতি নানা কাজ করে থাকতে পারেন। কিন্তু তাঁর সকল কর্মের মূলে এক্ষেত্রে মানবপ্রীতিই মূল। এই মূল

ভাবকেন্দ্রকে আবিষ্কার ও তার সঙ্গে অন্যান্য ঘটনাকে তার পরিপোষক করে নাট্যকার এখানে নাটকে এক ধরনের জটিল নায়ক-ঐক্য আনতে পারেন।

৬. নাট্যকার নায়ক-ঐক্য যদি রক্ষা করতে না পারেন, তো জটিল ঘটনাগত ঐক্য সৃষ্টি করতে পারেন। এখানে ব্যক্তির জীবনের মূল ঘটনা ও তার পরিপোষক অন্যান্য ঘটনাগুলি নিয়ে ঐক্য আনতে পারেন নাট্যকার।

৭. আমরা পূর্বেই বলেছি জীবনী নাটকে অলৌকিকতা বা কল্পনার স্থান নেই, কিন্তু সাধু-সন্ত মহাপুরুষ বা অবতারপুরুষদের জীবনী নিয়েও নাটক রচিত হতে পারে। এগুলিতে তো অলৌকিক ঘটনা থাকবেই। তাই জীবনী-সাহিত্যেরও শ্রেণীবিভাগ প্রয়োজন-পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক জীবনী-নাটক লেখা যেতে পারে। আর এই তিনরকম নাটকই বাংলাভাষায় লিখিত হয়েছে।

৮. তবুও প্রকৃত জীবনী নাটক বলতে আমরা সর্বপ্রকার অলৌকিকতামুক্ত খ্যাতনামা সামাজিক মানুষের বহুমুখী কর্মধারার এখন এক নাট্যরূপকে বুঝব যাতে তাঁর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের একটি স্পষ্ট ধারণা হয়।

এখন বনফুলের লেখা শ্রীমধুসূদন চরিত-নাটকটির কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমত বনফুল এ-নাটকে মধুসূদনের জীবনের আঠারো থেকে ঊনপঞ্চাশ অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত কালের ঘটনাবলী গ্রহণ করেছেন। স্পষ্টত এটি সামাজিক জীবনী নাটক।

দ্বিতীয়ত নাটকটির ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন, "ইহা ইতিহাস অথবা জীবনচরিত নহে-

নাটক!!..... মধুসূদনের জীবনচরিত পাঠ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা হইয়াছে, তাঁহাই এই নাটকের বিষয়বস্তু। অবশ্য মধুসূদনের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি ও সমসাময়িক ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিতে সাধ্যমতো চেষ্টা করিয়াছি।" এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে নাট্যকার মধু-জীবনের সত্য ঘটনাকে বিকৃত করেন নি। আবার দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় মধুজীবনের গভীরে যে মানুষটি নিহিত তাকেও তিনি স্মরণে রেখেছেন।

তৃতীয়ত মধু-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যকে নাট্যকার আবিষ্কার করেছেন। আর তা হলো তার জীবনের শোচনীয় পরিণাম। এই শোচনীয় পরিণাম-রূপ তথা ট্রাজেডিকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে মধুজীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলিকে বনফুল নানা দৃশ্যে বিন্যস্ত করেছেন। মহাকবি হওয়ার স্বপ্ন মধুসূদনের ছিল আবাল্যের। তাই সুদূর ইংলণ্ডে তাঁকে যেতেই হবে। পিতামাতার একমাত্র সন্তান মধুসূদন ছিলেন 'গোঁয়ারগোবিন্দ'। ধূমকেতুর মতো বাংলা সাহিত্যের আকাশে আবির্ভূত হয়ে তিনি অতিপ্রবল দুরন্ত আবেগে অনেক কিছুই সৃষ্টি করে গেছেন-যা তাকে অমর করে রাখবে। কিন্তু তাঁর জীবনে স্থৈর্য, শম-দম বলে কোনো পদার্থ ছিল না। তাই জীবনকে পরিপূর্ণরূপে ভোগ করতে গিয়েও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর জীবনতৃষ্ণা মেটেনি-সুখে থাকার স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে। জীবনে ভারসাম্যের অভাবে অতিরিক্ত অস্থিরতায় অমিতব্যয়িতায় জীবনকে সুন্দর ও মধুময় করে তুলতে তিনি পারেননি। এই ট্রাজেডি রূপ ভাবকেন্দ্রটি মধু জীবনের মূল বলে ধরে নিয়ে নাট্যকার নাটকটিকে রূপ দিয়েছেন ও একরূপ জটিল নাট্য-ঐক্য রক্ষা করেছেন।

চতুর্থত 'শ্রীমধুসূদন' নাটকটিতে মধুজীবনের বাস্তব সত্য ঘটনাগুলিকেই তিনি অবলম্বন করেছেন। নাট্যকার যদিও বলেছেন 'সমস্ত কথোপকথন ও অধিকাংশ দৃশ্য পরিকল্পনা কাল্পনিক'-তবুও তাঁর উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য নয়, তা বলা যেতে পারে। যেখানে যেটুকু কল্পনা আছে, তা বাস্তবতাকে লঙ্ঘন করেনি। মধুসূদন-জীবনের প্রায় সকল ঘটনাই নাটকে গৃহীত হয়েছে কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। হিন্দুকলেজে

মধুসূদনের সেরা ছাত্ররূপে সাহিত্যসাধনা থেকে খ্রীস্টধর্মগ্রহণ, মাদ্রাজ-গমন, বিবাহ, কলকাতায় প্রত্যাবর্তন, চাকুরীজীবন, বিলেতযাত্রা, দ্বিতীয়পত্নী হেনরিয়েটাকে নিয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন, সাহিত্য-সাধনা ও পরিশেষে করুণ মৃত্যু।

পঞ্চমত ঘটনা-গ্রহণে এখানেও নাট্যকার গ্রহণ-বর্জন নীতি অবলম্বন করেছেন।

ষষ্ঠত নাটকের শেষ দৃশ্যটি স্বপ্নের। বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে তাঁর আবাসে স্বপ্নে মধুসূদনকে দেখেছেন। এই স্বপ্নদেখার কিছুক্ষণ পূর্বেই মধুসূদন মৃত্যুবরণ করেছেন। মধু বঙ্কিমকে বলেছেন, 'I hope, you will do what I could not' বঙ্কিম মধুসূদনের মৃত্যুসংবাদ শুনে বলেছিলেন 'মধুসূদন মরেনি মরতে পারে না।' এই দৃশ্য পরিকল্পনাটি কাল্পনিক। এটি বড়ই মধুর চিত্তাকর্ষক এবং নাটকীয় হলেও জীবনী-নাটকে এর উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। নাটকের ট্রাজেডিরস এ-দৃশ্যে অনেকখানি ফিকে হয়ে যায়। জীবনে সুখে থাকতে চেয়ে তিনি কাব্য খ্যাতি ও অর্থের পিছনে উন্মাদের মতো ছুটেছিলেন। তাঁর মহৎস্বপ্ন ছিল, কিন্তু তা পূরণের জন্য চরিত্রের স্থৈর্য তাঁর ছিল না-এই ত্রুটি বিষয়ে সচেতন তিনি নিজেই বলেছেন। 'I am reckless, tactless and everything less'. এই ত্রুটি এবং তজ্জনিত মহাকবি হওয়ার জন্য বিলেত-যাত্রায় তাঁর eror of judgement. আর এর ফলে যে ট্রাজেডি মর্মান্তিক হয়ে আছে তাঁর জীবনকে ঘিরে অন্তিম-দৃশ্যটি তার ওপরে সান্ত্বনা বারি-নিক্ষেপের মতো মনে হয়।